দৈনিক [illegible]

তারিখ 15 JAN 2017
পৃ ২ কলাম ৬

এনসিটিবির তদন্ত প্রতিবেদন

‘ওড়না’ ‘ছাগলে’ সাফাই

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে বর্ণ পরিচয়ে ‘ওড়না’, ‘অজ’ মানে ‘ছাগল’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক চলছে। ওইসব ভুল ও সংশোধনের জন্য এনসিটিবির প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে শব্দগুলোর ব্যবহারের পক্ষেই সাফাই গাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগের তীর প্রধান সম্পাদকের দিকে। বদলি ঠেকিয়ে বছরের পর বছর একই পদে বহাল থাকার কারণও অনুসন্ধান করবে বলে মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে।

- ২০১৩ সালে প্রাথমিক স্তরের এনসিসি কর্তৃক অনুমোদিত
- প্রধান সম্পাদকের দিকে অভিযোগের তীর, বদলি ঠেকিয়ে স্বপদে বহাল তিনি

জানা গেছে, গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পর ভুলে ভরা পাঠ্যবই সংশোধনে ৬ জানুয়ারি ন্যাশনাল কারিকুলাম টেক্সট বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (অর্থ) অধ্যাপক কাজী আবুল কালামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৯ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলন করে কাউকে ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার ও উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি করা হয়। পরদিন সাময়িক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

‘ওড়না’ ‘ছাগলে’ সাফাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বরখাস্ত করা হয় চিত্রকর সুজাউল আবেদিনকে। ভুলের ছড়াছড়িতে প্রধান সম্পাদকের দিকে অভিযোগের তীর। তার তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালের সপ্তম শ্রেণির বাংলা ‘সপ্তবর্ণা’ বইয়ের ৮১ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার ১৪ নম্বর লাইনে উল্লেখ ছিল ‘১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হাতে নেন।’ এ ঘটনার তদন্তের পরও দৃশ্যত তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি। বরং সম্প্রতি তার পদোন্নতিপূর্বক বদলি হয়ে পিরোজপুরে যাওয়ার মন্ত্রণালয়ের আদেশ তিনি পরিবর্তন করে স্বপদেই থেকে যান। বিভিন্ন নোট-গাইড প্রকাশনা সংস্থার কাছেও তিনি বেশ সমাদৃত ব্যক্তি। এর অন্যতম কারণ এনসিটিবির পাঠ্যবই চূড়ান্ত হওয়ার আগে নোট-গাইড কোম্পানি জানতে পারেন কোন পদ্ধতি, কী বিষয়বস্তু, সিলেবাস, কারিকুলাম থাকবে নতুন বইয়ে। এরাও সেই সূত্রে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছার আগেই গাইড বই বাজারজাত করতে পারে।

সূত্রমতে, ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তকের বিতর্ক এড়াতে তড়িঘড়ি করে এনসিটিবির তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুঃখপ্রকাশ করায় একজনকে সাধারণ ক্ষমা করা হয়। কিন্তু গতকাল শনিবার পর্যন্ত মূল পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে।

এনসিটিবির প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘ও’তে ‘ওড়না চাই’ ২০১৩ সালে ট্রাই আউট হয়। এর ভিত্তিতে ২০১৪ সালের শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তকে ছাপা হয়েছে। এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক) অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান ‘ও’তে ওড়না চাই বাক্যের ব্যবহার সঠিক হয়েছে বলে দাবি করেন তদন্তকারীর কাছে। একই বইয়ে ‘অ’তে অজগর ছাপানোর পরিবর্তে ‘অ’তে ‘অজ’ (ছাগল) ছবি এঁকে ছাগলে আম খাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অজ একটি প্রচলিত শব্দ। ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ‘অ’তে অজ (ছাগল) এবং ছবি দিয়ে মুদ্রণ করা হয়। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী যুক্তাক্ষর ও-কার বর্জিত শব্দ আছে মাত্র দুটি বা তিনটি। শিক্ষাতত্ত্বের বিধি অনুযায়ী ‘অ’তে অজ এবং ছবি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে। বিষয়গুলো প্রাথমিক স্তরের জাতীয় কারিকুলাম কমিটি (এনসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত।

তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের কুসুমকুমারী দাশের ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতার বিকৃতি বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, কবিতার ১ম লাইনে ‘হবে’ শব্দের স্থান পরিবর্তন এবং ৯ম লাইনে ১টি শব্দ ‘চায়’ সংশোধন করে ‘চাই’ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতার মূল ভাবার্থ পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি করেছেন এ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা লানা হুমায়রা খান। তবে পাঠ্যপুস্তক সংকলন, রচনা সম্পাদনকারীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি। একই শ্রেণির ‘হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা’ বইয়ের পেছনে ‘DO NOT HEART ANYBODY’ ভুলের বিষয়ে আর্টিস্ট সুজাউল আবেদিন স্বীকার করেছেন। তবে কভার পৃষ্ঠার দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনা শাখার। মনোযোগ দিয়ে কাজ না করায় ভুল হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। পঞ্চম শ্রেণির ‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বইয়ে নজর এড়িয়ে যাওয়ার কারণে ‘ঘোষণা’ বানান ভুল ছাপা হয়েছে। এজন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন এনসিটিবির বিশেষজ্ঞ মো. আবু সালেক খান। বইয়ের সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মনোযোগের অভাবে বইয়ে বানান ভুল হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সাহা বলেন, ভুলের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে যাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী তিনজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্যদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও তদন্ত করছে। উভয়ের তদন্তের মাধ্যমে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে তিনি জানান।